খাতিমুল মোহাক্কিকিন

ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

লেখক
আল্লামা মুফতী
মোঃ নূরুল আরেফিন
রেজবী আজহারী

প্রকাশনায়ঃ
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, ঘাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
Mob : 9734373658, 9143078543

খাতিমুল মুহাক্কিকিন

ইমাম আহম্মাদ রেজা খান
রাদিয়াল্লাহু আনহু

লেখক ঃ

মুফতী মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আল-আযহারী
[M.A, Research (theology)
Al-Azhar University, Cairo, Egypt]
(Diploma in English America University)
E-mail : quaziarefin@yahoo.com
Phone : 9732030031
Web: YaNabi.in Largest Sunni Bangla Site

প্রকাশক
রেজবী অ্যাকাডেমী
দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

www.YaNabi.in

পুস্তকের নাম ঃ
'খাতিমুল মুহাক্কিকিন' ঈমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

লেখকের নাম ও ঠিকানা ঃ
মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আল আযহারী
গ্রাম ঃ দুবরাজহাট, **থানা** ঃ খন্ডোঘোষ, **জেলা** ঃ বর্ধমান
যোগাযোগ ঃ ৯৭৩২০৩০০৩১

প্রকাশ সংখ্যা ঃ ১০০০ কপি

প্রকাশ কাল ঃ ১লা শাওয়াল, ১৪৩২ হিঃ / ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১১

হাদিয়া ঃ ৩৫.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশক ঃ মোঃ আনোয়ার হোসাইন রেজবী

প্রকাশনায় ঃ রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, সংগ্রামপুর রোড
দঃ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৫৫ (প.ব.)
হেল্প লাইন ঃ ৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮/৯১৪৩০৭৮৫৪৩/৯১৫৩৬৩০১২১

www.YaNabi.in

অভিমত

খাতিমুল মুহাক্কিকিন

রেজবী অ্যাকাডেমী, সংগ্রামপুর, দঃ ২৪ পরগনার সর্বপ্রথম প্রকাশ হল এই পুস্তকটি। এই পুস্তকটিতে মুহাক্কিকে আযাম, রাহবারে হক্ক, আলা হযরাত, আযীমুল মরতবাহ, কাতিয়ে বেদাআত হুযুর ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে পেশ করা হয়েছে। এটি আলা হজরাতের প্রেমিকদের তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে ও আলা হাজরাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য জানতে পারবে। আমি আশাবাদী যে জ্ঞানী সমাজে এই পুস্তকটি ব্যাপক সাড়া ফেলবে।

আহকারুল ওরা

হাকিম সৈয়দ মোহাম্মাদ সালিম আদিব আশরাফী

সালিম দাওয়াখানা ৪৯/৫ কালমার্কস স্ট্রীট কলকাতা - ২৩

তারিখ ঃ ১১ রমযান, ১৪৩২ হিঃ অনুযায়ী

১২ আগস্ট, ২০১১

www.YaNabi.in

প্রিয় পাঠক

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক বার্তা পুরুষ-স্ত্রী, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া, প্রচারণার দ্বারা ধামা চাপা পড়া মহৎ ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে জনগণকে সোচ্চার করে তোলা, সুন্নীয়াতের বার্তা ও মাসলাকে আলা হযরাত্‌কে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে মুসলমানদের ঈমান ও আক্বিদাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। সঠিকভাবে এই পুস্তকটি পাঠ করে আপনারা উপকৃত হলে তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে বলে মনে করি।

প্রকাশক
রেজবী অ্যাকাডেমি
১১ রমযান, ১৪৩২ হিঃ
১২ আগস্ট, ২০১১

www.YaNabi.in

গ্রন্থকার পরিচিতি

মুফতী মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী ১৯৮২ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান জেলার খণ্ডোঘোষ থানার অন্তর্গত দুবরাজ হাট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী নূরুল ইসলাম।

ছাত্র জীবনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি মেধাবৃত্তিসহ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর থেকে শুরু হয় দ্বিমুখী পড়াশোনা। একদিকে যেমন বি.এ ও মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন অপরদিকে নিজামীয়া মাদ্রাসা জামেয়া গাওসিয়া রেজবীয়া গাড়িঘাট রঘুনাথগঞ্জ হতে ক্বারী ও মৌলানা কোর্স সম্পন্ন করেন। এর সাথে সাথেও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে আলেম ও ফাজেল পাস করেন। ২০০৬ সালে ইতিহাসে এম.এ সম্পূর্ণ করার পর আরবী বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য কেরালার 'সাকাফাতিস সুন্নিয়া' নামক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন, ২০০৭ সালে পাস করার পর কেরালার অন্তর্গত অপর একটি প্রতিষ্ঠান 'সাদিয়া ইসলামীয়া' হতে আরবী সাহিত্যের উপর গবেষনার কোর্স সমাপ্ত করেন। অতঃপর আরবী শাস্ত্রে (হাদিস, ফেকাহ) গবেষনার জন্য বিশ্বের বৃহৎ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় 'আল আযহার'-এ ভর্তি হন। দুই বছর মিশরে 'আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিষয়ে গবেষণার সাথে সাথে কায়রো ইউনিভারসিটি থেকে 'আরবী টির্চাস ট্রেনিং' এবং আমেরিকা ইউনিভারসিটি থেকে 'ইংরাজী ট্রেনিং' কোর্স সম্পূর্ণ করেন। ২০১০ সালে সকল প্রকার কোর্স সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন।

বাংলা ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা প্রবন্ধগুলি হল ঃ ১। ঊরস উদযাপন শরীয়াত সম্মত ২। প্রচারনার ধুম্রজালে ইতিহাসের পাতা থেকে অদৃশ্য ভারত তথা এশিয়ার মহাপণ্ডিত ৩। সাহাবাদের দৃষ্টিতে রসুল প্রেম ঈমানের মূল ভিত্তি ৪। হযরত আমীরে মোআবিয়া কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে ৫। গুস্তাখে আমীরে মোআবিয়া সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম ৬। শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা সম্পর্কিত সঠিক বিশ্লেষন ইত্যাদি। পুস্তকগুলির মধ্যে হল ঃ ১। ইলমে গায়েব বা অদৃশ্যজ্ঞান প্রসঙ্গ ২। তবলীগ জামায়াত প্রসঙ্গে ৩। খাতিমুল মুহাক্কিকিন। ৪। জানে ঈমান- বঙ্গানুবাদ। ৫। সাওতুল হক্। ৬। হযরত আমীরে মোহাবিয়া সাহাবী। ৭। তামহীদে ঈমান- বঙ্গানুবাদ। ৮। ঈদেমিলাদুন্নবী।

প্রকাশক
মোহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন রেজবী
(জেনারেল সেক্রেটারী) রেজবী অ্যাকাডেমি
তারিখ ঃ ১১ রমযান, ১৪৩২ হিঃ
১২ আগস্ট, ২০১১ সন

www.YaNabi.in

সূচীপত্র

- সূচনালগ্ন ১
- আবির্ভাব কাল ৩
- আলা হযরাতের পিতৃ পরিচয় ৪
- অসাধারণ ঘটনাবলী ৪
- নামকরণ ৫
- শৈশব কাল ৫
- শৈশব কালে জ্ঞানের পরিচয় ৭
- শিক্ষালাভ ৭
- দিব্যজ্ঞান বা তাজাকিয়ায়ে নফস ৯
- বৈবাহিক জীবন ও সন্তানাদী ১০
- বংশ - শৈলী ১১
- জ্ঞান চর্চা ও পাণ্ডিত্য ১৪
- আলা হযরাতের শিষ্যগণ ২১
- গ্রন্থ রচনায় আলা হযরাত ২৫
- আলা হযরাতের কতিপয় গ্রন্থ ২৭
- চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ৩৮
- উপসংহার ৩৯

www.YaNabi.in

সূচনালগ্ন ঃ

ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় মুসলমানদের মধ্যে ফেরকাবাজী ও আত্মকলহ চরম আকার ধারণ করেছিল। আরবের অভিশপ্ত নজদ প্রদেশের মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নাজদীর অনুসারীরা ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে ও অন্যান্য বাতিল ফেরকাগুলি আরব ও ভারত উপমহাদেশে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আক্বীদা সমূহের উপর কঠোর আঘাত হানছিল। বৃটিশদের সহযোগীতায় দেওবন্দ শহরে নির্মিত হয়েছিল এক বিশাল অট্টালিকার, যা ওহাবী আন্দোলন প্রসারের সেন্টার রূপে পরিগণিত হয়েছিল। এমনই এর ঘনঘোর অমানিশার কবলে পড়ে মানুষ যখন সঠিক দিশা হারিয়ে ফেলেছিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতের বেরেলী শহরে আবির্ভাব ঘটে ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহুর। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনি ছিলেন সঠিক অনুসারী। গওসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বেলায়তী বা অলৌকিক ক্ষমতার ধারক ও বাহক। শরীয়ত, ত্বরীকত, হক্বীকত ও মাগফেরাতের উত্তম দিশারী এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মোজাদ্দিদ হলেন আলা হজরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহ আনহু। নিজ জ্ঞান গরীমার দ্বারা মৃতপ্রায় দ্বীন-ই-ইসলামকে প্রান

www.YaNabi.in

সঞ্জীবণীদান করেছিলেন। তিনি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, চিন্তায় ও আদর্শে রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারী হিসাবে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই অতুলনীয় মহামানব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জাষ্টিস আল্লামা মুফতী সৈয়দ শাহুজাত আলি ক্বাদেরী রহমাতুল্লাহ আলায় বলেন—"He was pious like Ahmed bin Hambal and Sheik Abdul Qadir Jillani (May Allah be pleased with them). He had true acumen and insight of Imam Abu Hanifa and Imam Abu yousuf. He commanded the force of logic like Imam Razvi and Imam Ghazzali, bold enough like Mujaddid Alf-Thani and Mansoor Hallaj to Proclaim the truth. Indeed, he was introlerant to non-beliverse, kind and sympathetic to devotees, and the affectionates of the Holy prophet (Peace be upon him).

"আলা হযরাত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও বড়পীর শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাদের মত ছিলেন নিষ্ঠাবান! ইমামে আযম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের ন্যায় ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। ইমাম রাফী ও ইমাম গাজালীর ন্যায় ছিলেন দর্শনবিদ। মুজাদ্দেদ আলফে সানি ও মনসূর হাল্লাজের মত ছিলেন খোদাভিরু। তিনি অবিশ্বাসকারীদের জন্য ছিলেন অসহিষ্ণু, বিশ্বাসীগণদের জন্য ছিলেন দয়ালু ও নিষ্ঠাবান। রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা।"

আল্লামা আব্দুল হামিদ (vice chancellor of Al-Jamia Al-Nizamiya-Hyderabad, India) আলা হযরাত সম্পর্কে মন্তব্য পোষন করতে গিয়ে বলেন "Mawlana Ahmed Raza Khan was a sword of Islam and great commander for the cause of Islam."

"মৌলানা আহমাদ রেজা খান হলেন এক ইসলাম তরবারী।

www.YaNabi.in

ইসলামে আবির্ভূত সমস্যার এক উপযুক্ত সমাধানকারী।"

আরবের বিখ্যাত ইসলাম গবেষক ও পণ্ডিত ইব্রাহীম বিন খলিল এবং সেখ মুসা আলী শামির মন্তব্য হল ঃ "Ala Hazrat (Alaihir rahma) as the Revivalist of the 14th century A.H. 'If he called the Revivalist of this century. It will be right and true."

"আলা হযরাত রহমাতুল্লাহ আলায়হে রহমা ছিলেন চর্তুদশ শতকের ইসলাম পূর্ণজ্জীবক ও সংস্কারক। যদি তাঁকে বর্তমান যুগেরও পূর্ণজ্জীবক ও সংস্কারক বলা হয়, তাহলেও তা ভুল হবে না"। হযরাত শায়খ আব্দুল্লা (মাসজিদে হারাম শরীফের পূর্ব ইমাম) মন্তব্য করেন "মহান আল্লাহ, আলা হযরাতের মত জ্ঞানীকে এ যামানার জন্য লুকায়িত রেখে ছিলেন।"

আবির্ভাব কাল ঃ

আরবী ১২৭২ হিঃ ১০ই শাওয়াল অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৪ই জুন জোহরের সময় আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহ আনহুর আবির্ভাব ঘটে। উত্তর-প্রদেশের বেরেলী শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। বহুকাল থেকে আলা হযরাতের পূর্বপুরুষগণ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। পিতা হযরাত মৌলানা নাকী আলি খান। পিতার দিক হতে বংশানুক্রম হল এরূপ ঃ হযরাত নাকী আলী খান, তাঁর পিতা মৌলানা রেজা আলী খান, তাঁর পিতা কাযীম আলী খান, তাঁর পিতা হযরাত শাহ আযাম আলী খান, তাঁর পিতা মৌলানা সা'দাত ইয়ার খান, তাঁর পিতা সাঈদুল্লাহ খান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। প্রত্যেকেই ছিলেন স্বীয় যুগের বড় মুফতী। ইমান হারা মানুষদের সঠিক পথে পরিচালনা করে আলোর দিশা দেখানই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য।

আলা হযরাতের পিতৃ পরিচয় ঃ

আলা হযরাতের পিতা হযরাত নাকী আলী খান সাহেব ছিলেন অনেক জ্ঞানের অধিকারী ও বড় মুফতী। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায়

www.YaNabi.in

তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি এ সকল ভাষায় পঞ্চাশের অধিক পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ দুটি পুস্তক হল ঃ সুরুরুল কুলুব ও তফসিরে আলাম নাশরাহ। আলা হযরাত যে তাঁরই এক মহাপণ্ডিত সন্তান হবেন তার আভাষ তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন।

অসাধারণ ঘটনাবলী ঃ

পৃথিবীতে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলে তার পূর্বাভাষ জন্মের পূর্বেই পাওয়া যায়। আলা হযরাতের জন্মের পূর্বে যে অসাধারণ প্রমান্য মিলেছিল তা হল ঃ স্বীয় পিতা নাকী আলী খান রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন "নিজ পুত্র জন্মাবার পূর্বে তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বিহ্বল হয়ে নিজ পিতার নিকট উপস্থিত হন এবং এই স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা জানতে চাইলে, তাঁর পিতা বলেন কয়েকদিন পর তোমার গৃহে একজন মহামানবের জন্ম হবে, যাঁর দ্বারা সমস্ত মুসলমান সমাজ উপকৃত হবে।"

নামকরণ ঃ

আলা হযরাতের জন্মের পর নামকরন করা হয়েছিল 'মোহাম্মাদ'। তাঁর ঐতিহাসিক নাম হল 'আল-মুখতার'। যার পরিসংখ্যান সমষ্টি দাঁড়ায় ১২৭২। আর এটাই হল আলা হযরাতের আর্বিভাবের বছর। দাদা কর্তৃক প্রদত্ত নাম ছিল 'আহমাদ রেজা'। আলা হযরাত নিজ নামের পূর্বে লিখতেন 'আব্দুল মোস্তাফা'।

শৈশব কাল ঃ

দিগন্ত জুড়ে ঊষা প্রষ্ফুটিত হবার আগে বিহঙ্গের কাকলিতে যেমন সচকিত হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, অনুরূপ আলা হযরাত যে একজন মহৎ মানবে পরিণত হবেন তাঁর শৈশবস্থায় কিছু পটভূমিকার পূর্বাভাস ছিল। আলা হযরাতের বাল্যাবস্থার একটি ঘটনা যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন "বাল্যাবস্থায় যখন আমার বয়স ছিল সাড়ে তিন বছর, তখন একজন ব্যক্তি আমার সম্মুখে হাজির হলেন। তিনি দেখতে ছিলেন আরবদের মত এবং আমার সহিত আরবী ভাষায় কথপোকথন শুরু

www.YaNabi.in

করলেন। আমিও তার সহিত শুদ্ধ আরবী ভাষায় বাক্যালাপ করলাম। কিছুক্ষন পর তিনি বিদায় নিলেন। পরবর্তীতে তার সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি"। এই ঘটনাটি মৌলানা ইরফান আলী সাহেব বর্ণনা করেছেন।

আলা হযরাতের জীবনে উল্লেখ্যযোগ্য আর একটি ঘটনা হল, তিনি একদা পীরহান পরিহিত অবস্থায় বাড়ির বাইরে এলেন। কয়েকজন খারাপ মহিলা তাঁর সম্মুখভাগে উপস্থিত হলে, তিনি পীরহানের নিচের অংশ তুলে নিজের চোখের সামনে পর্দা করলেন। এর ফলে আলা হযরাতের নিম্নের কিছু অংশ প্রকাশিত হল। কোনও একজন আলা হযরাতকে জিজ্ঞাসা করলেন এ বিষয়ে। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "যখন দৃষ্টির পদস্খলন ঘটে তখন অন্তরের পদস্খলন হয়, এবং যখন অন্তরের পদস্খলন ঘটে তখন লজ্জাস্থানের পদস্খলন হয়। এই ঘটনাটি সৈয়দ আইউব আলী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

একদা রোমযান শরীফের মাসে শৈশবকালে আলা হযরাত রোযা অবস্থায় ছিলেন। তখন ছিল প্রচণ্ড খরা ও রৌদ্রের সময়। আলা হযরাতের পিতা হযরাত নাকী আলী খান স্বীয় পুত্রকে একটি গৃহের মধ্যে নিয়ে এলেন। গৃহের মধ্যে ঠাণ্ডাপানি, ফিরনী, বিরিয়ানী ইত্যাদি উৎকৃষ্ট খাবার রেখে দরজা বন্ধ করে দিলেন। পুত্রকে স্নেহ মাখা মধুর কণ্ঠে বললেন—বেটা ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডাপানি, ফিরনী, বিরিয়ানী সব কিছুই উপস্থিত রয়েছে, তুমি খেয়ে নাও। দরজা বন্ধ করে দিয়েছি কেউ দেখবে না। আর বাচ্চাদের রোযা এরূপই হয়। আলা হযরাত আবেগ ভরা কণ্ঠে স্বজল চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—"আব্বাজান আমাকে এখন কোন ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে না, এটা ধ্রুব সত্যি কথা। কিন্তু আমি যে মহান আল্লার হুকুমে তার রেজামন্দি ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছি, তিনি তো দেখছেন! স্বীয় পুত্রের উত্তর শুনে স্নেহময় পিতার বুক গর্বে ভরে উঠে। পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। স্নেহমায়া হাত মস্তকে বুলিয়ে বলে উঠেন—"বেটা, তোমার রোযা রাখা স্বার্থক, তুমি ধন্য।

www.YaNabi.in

শৈশবকালে জ্ঞানের পরিচয় ঃ

আলা হযরাতের শিশুকালের বিচক্ষনতা তাঁর মহাপণ্ডিত হবার আভাষ দিয়েছিল। মক্তবে ওস্তাদের নিকট আরবী বর্ণমালা শিক্ষা কালে ওস্তাদ যখন লাম-আলিফ বলতে বললেন, শিশু আলা হযরাত নির্ভিক চিত্তে প্রশ্ন উপস্থাপন করলেন ‘‘ওস্তাদজী: একবার তো আলিফ পড়েছি এবং লামও পড়েছি; অতএব পুনরায় যুক্ত লাম আলিফ কেন পড়বো? ওস্তাদ ও উপস্থিত সকল ওলামাগণ শিশু আলা হযরাতের জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। অবশ্য পিতা হযরাত নাকী আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহে বললেন, আরবী অক্ষরের দ্বারা ‘আলিফ’ লিখতে মধ্যখানে লামের প্রয়োজন হয় এবং ‘লাম’ লিখতেও মধ্যখানে আলিফের প্রয়োজন হয়, আলিফ ও লামের মধ্যে এই সাম্যতা ও নির্ভরশীলতার কারণেই একত্রে ‘লাম-আলিফ’ যুক্তাক্ষরে লেখা হয়েছে।

শিক্ষা লাভ ঃ

শিশুকাল হতেই আলা হযরাত প্রভূত যশ ও যোগ্যতার সহিত জ্ঞান অন্বেষনে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন নিজ পিতা নাকী আলি ও মির্জা গোলাম বেগের নিকট থেকে। আলা হযরাতের অন্যান্য শিক্ষক মণ্ডলীরা হলেন ঃ ১. হযরাত মৌলানা আব্দুল আলী রামপুরী ২. হযরাত আল্লামা সৈয়দ শাহ আবুল হাসান আহমদ নুরী ৩. শাইখে ত্বরীকাত হযরাত আল্লামা শাহ আলে রাসুল মারহারাবী ৪. শাইখ আহমদ বিন মিন-ই-দুহলান মাক্কী ৫. শাইখ আব্দুর রহমান মাক্কী ৬. শাইখ হুসাইন বিন সালেহ মাক্কী (রাদিয়াল্লাহ আনহুম আজমাঈন)।

মাত্র চার বছর বয়সে আলা হযরাত আল্লাহর অশেষ রহমতে কোরান শরীফের নাজেরা পাঠ সমাপ্ত করেন। তের বছর দশমাস পাঁচদিন বয়সের মধ্যে তিনি সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করেন এবং মুফতী পদে অধিষ্ঠিত হন। ওইদিনই নিজ পিতা হযরাত নাকী আলী খান রহমাতুল্লাহ আলায়হের সহযোগীতায় প্রথম ফতোয়া প্রদান করেন। সর্বপ্রথম যে ফতওয়া তিনি প্রদান করেন তা হল ঃ যদি নাক দিয়ে কোনও বাচ্চার পেটে কোনও মহিলার দুগ্ধ প্রবেশ করে তাহলে

www.YaNabi.in

ঐ মহিলা উক্ত বাচ্চার দুধ মা হবে কি না? আলা হযরাত উত্তর প্রদান করেন, যে কোনও স্ত্রী লোকের দুগ্ধ মুখ কিংবা নাক দ্বারা বাচ্চার পেটে প্রবেশ করলে সে স্ত্রীলোক দুধ মা প্রমাণিত হবে এবং হুরমাতে রেজায়তের হুকুম লাঘব হবে। অর্থাৎ ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ তার জন্য হারাম হবে।"

আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে দিন তিনি মুফতীপদে অধিষ্ঠিত হন ওই দিনই আলা হযরাতের উপর নামায ফরজ হয়েছিল। বিভিন্ন জটিল বিষয়াদির সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা শ্রবন এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধী করে তাঁর শিক্ষকগণ বিস্মিত হয়ে পড়তেন।

দিব্যজ্ঞান বা তাজকিয়ায়ে নফস অর্জনে বইয়াত গ্রহণ ঃ

এই সময় আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বয়স ছিল ২৩ বছর। তিনি উপলব্ধি করতেন যে, কেবল কেতাব চর্চা করা আল্লাহর জ্ঞান বা মারেফাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য একজন দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন কামেল পীরের একান্ত প্রয়োজন। হাদিস শরীফে বিদ্যমান ঃ জ্ঞানহোল দুইপ্রকার। একপ্রকার হল পুস্তকি জ্ঞান বা মৌখিক জ্ঞান, অপরটি ক্বালবী বা আত্মীক জ্ঞান। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন;ক্বালবী বা আত্মীক জ্ঞানই হচ্ছে উপকারী জ্ঞান। (মিশকাত শরীফ), হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহুমুখী শিক্ষার মধ্যে এই তাজকিয়া সম্পন্ন আত্মীকজ্ঞানও ছিল অন্যতম। কালাম পাকে ইরশাদ হয়েছে "তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কোরান ও হিকমত শিক্ষা দেন যদিও তারা ইতিপূর্বে গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। (সুরা জুমআ) হযরাত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ আলায় বলেছেন, যিনি তাসাউফ গ্রহন করলেন কিন্তু ফিকহ গ্রহন করলেন না তিনি নিশ্চয় কাফের, আর যিনি ফিকহ গ্রহন করলেন কিন্তু তাসাউফ গ্রহন করলেন না, তিনি নিশ্চয় ফাসেক। আর যিনি উভয় জ্ঞান গ্রহন করলেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করলেন তিনিই মুহাক্কিক বা প্রকৃতই দ্বীন গ্রহন করলেন," এ সকলের জন্য আলা হযরাত প্রখ্যাত দিব্যজ্ঞান বা ইলমে তাসাউফ

www.YaNabi.in

এর অধিকারী কামেল বুযুর্গ হযরাত শাহ আলে রাসুল মারহারাবী রহমাতুল্লাহ আলায়হের নিকট নিজ পিতার সহিত হাজির হয়ে বাইয়াত গ্রহন করেন। তাঁর নিকট হতে যে সকল প্রকার সিলসিলার অনুমতি ও খিলাফত লাভ করেছিলেন সেগুলি হল—(১) ক্বাদেরিয়া বারকাতিয়া জাদিদা (২) ক্বাদেরিয়া সাবাঈয়া ক্বাদিমা (৩) ক্বাদেরিয়া সাইদাঈয়া (৪) ক্বাদেরিয়া রাজজাকীয়া (৫) ক্বাদেরিয়া মানসুরিয়া (৬)চিস্তিয়া নিজামিয়া কাদিমা (৭) চিস্তিয়া মাহবুরিয়া জাদিদা (৮) সহর ওরদিয়া ফাদিলিয়া (৯) সহর ওরদীয়া ওহেদীয়া (১০) নাকশবান্দিয়া আলিয়া সিদ্দিকিয়া (১১) নাকশবন্দিয়া আলিয়া উলুবিয়া (১২) বাদিয়া (১৩) উলুবিয়া মালমিয়া (১৪) মুসাফাহাতুল জান্নিয়া (১৫) মুসাফাহাতুম খিরীয়া ও (১৬) মুসাফাহাতুল মুফাজ্জারীয়া।

স্বীয় পীর মুর্শিদের নিকট হতে যে সকল জিকর ও আমলের ইজাজত নিয়েছিলেন সেগুলি হল ঃ (১) খাতামুল ক্বোরআন (২) আসমায়ে এলাহিয়া (৩) দালায়েলুল খয়রাত (৪) হাসনে হাসিন (৫) হিজবুল বাহার (৬) হিজবুল নাসার (৭) হিরজুল আমি বাইন (৮) হিরজুল ইয়ামনি দুয়ায়ে মুগনী (৯) দুয়ায়ে হায়দারী (১০) দুয়ায়ে ইজরায়েলী (১১) দুয়ায়ে সুরয়ানী (১২) ক্বাসিদা গওসিয়া ও (১৩) ক্বাসিদা বুরদা ইত্যাদি।

বৈবাহিক জীবন ও সন্তানাদী ঃ

১২৯১ হিঃ আলা হযরাত আফজাল হোসেন সাহেবের বড় কন্যা ইরশাদ বেগমের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। উভয়ের ঔরসজাতে ৭টি সন্তানের জন্ম হয়। তারমধ্যে দুইজন ছিলেন পুত্র সন্তান ঃ (১) হুজ্জাতুল ইসলাম হুযুর হামিদ রেযা খান ও (২) মুফতীয়ে আযাম হুযুর মোস্তাফা রেজা খান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং পাঁচজন ছিলেন কন্যা সন্তান। তাঁরা হলেন ঃ

১। মোস্তাফায়ী বেগম।

২। কানিজ হাসান ওরফে মেঝলি বেগম।

www.YaNabi.in

৩। কানিজ হোসাইন ওরফে সেঝলি বেগম।
৪। কানিজ হাসনাইন ওরফে ছোটি বেগম।
৫। মোরতাজায়ী বেগম ওরফে ছোটি বান্নু।

নিম্নে আলা হযরাতের বংশ-শৈলী ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া হল ঃ বংশ-শৈলী ঃ

(১) আলা হযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(পুত্র সন্তান)
- (হুজ্জাতুল ইসলাম) মৌলানা হামিদ রেজা খান
- (মুফতীয়ে আজাম) মৌলানা মোস্তাফা রেজা খান

(কন্যা সন্তান)
- মোস্তাফায়ী বেগম
- কানিজ হাসান
- কানিজ হোসাইন
- কানিজ হাসনাইন
- মোরতাজায়ী বেগম

(২) মৌলানা হামিদ রেজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(পুত্র সন্তান)
- ইব্রাহীম রেজা
- হাম্মাদ রেজা

(কন্যা সন্তান)
- উম্মে কুলসুম
- কানিজ সুগরা
- রাবেয়া
- সালমা

www.YaNabi.in

(৩)(মুফতীয়ে আজম) মৌলানা মোস্তাফা রেজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(পুত্র সন্তান)

আনোয়ার রেজা
[শৈশবাস্থায় ইনতেকাল হয়]

(কন্যা সন্তান)

- নেগারে ফাতেমা
- আনওয়ারে ফাতেমা
- বরকাতি বেগম
- রাবেয়া বেগম
- হাজেরা বেগম
- শাকেরা বেগম

জামাল রেজাখান (জামালে মিল্লাত)

(৪) ইব্রাহীম রেজা
(পিতা হামিদ রেজা)

(পুত্র সন্তান)

- রায়হান রেজা (রায়হানে মিল্লাত)
- তানবীর রেজা
- আখতার রেজা (আজহারী মিঞা)
- ক্বামার রেজা
- মান্নান রেজা

(কন্যা সন্তান)

- সারফারায বেগম
- সারতাজ বেগম
- দিলশাদ বেগম

(৫) হাম্মাদ রেজা
(পিতা হামিদ রেজা)

(পুত্র সন্তান)

হামিদ রেজা

(কন্যা সন্তান)

মুসর্রত বিবি

নুসরত বিবি

www.YaNabi.in

জ্ঞানচর্চা ও পাণ্ডিত্য ঃ

প্রতারকসম্প্রদায় প্রতারনার দ্বারা জন সম্মুখে আলা হযরাতের মত মহান ব্যক্তিত্বের আসল পরিচয়কে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করেছে । আলা হযরাত ছিলেন এমনই এক মজলুম ব্যক্তি যাঁর সু-মহান আত্মীক, নৈতিক ও চারিত্রিক গুনাবলীর প্রতি চরম উপেক্ষা শুধু প্রদর্শন করা হয়নি, ইতিহাসের পাতা থেকেও তাঁর অমূল্য পরিচয়কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাঁর পুত-পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ঘৃন্য মতলবে বিভিন্ন অপবাদ রটাতেও নরাধমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি, যা সাধারণ কোনও ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে কল্পনা করা সম্ভব নয়। মুখোশধারীদের প্রচারনার ধ্রুম্রজালে এ মহান চরিত্র আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, অনুকরণীয় ধৈর্য্য ও সহনশীলতা এবং সকল বিষয়ে দক্ষতা ও কর্ম নৈপুন্যের বিরল ইতিহাস যিনি সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই হলেন আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু। আলা হযরাত সম্পর্কে ডঃ ইকবাল মন্তব্য করেছেন ঃ "ইমাম আহমদ রেজা হলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, সকল বিষয়ে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা; ফেকাহ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যাধিক। তিনি ছিলেন এক উচ্চমানের ইজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন। বিশ্বে তাঁর মত অত্যাধিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি মেলা দুষ্কর।" আলা হযরাতের দক্ষতা ও পারদর্শিতা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রফেসর আব্দুস শুকুর শাদ মন্তব্য করেছেন (কাবুল ইউনিভারসিটি, আফগানিস্থান) "The research works of Imam Ahmed Raza Khan are worth presenting. There is due need that historical and cultural societies of India, Pakistan, Afganistan and Iran together with other such institution keep all his writings duly catalogued in their libraries."

আলা হযরাতের লেখনী সামগ্রী ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্থান ও ইরানের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

www.YaNabi.in

বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাঁর লিখিত মূল্যবান রসদ সমূহকে সংরক্ষন রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছে।

অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষক ও নিজ প্রতিভার দ্বারা প্রায় ১১৬ প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানের শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যা বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল। নিম্নে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের আনুমানিক শাখাগুলি উল্লেখ্য হল ঃ

1. ইলমে কোরান (Quranic Science)
2. ইলমে তফসীর (Explanation of Quran)
3. ইলমে ক্বেরাত (Recitation of the Holy Quran)
4. ইলমে তাজবীদ (Phonography Spelling)
5. ইলমে ওসুলে তফসীর (Principal of Explanation)
6. ইলমে রসমিল খাতিতিল কোরান (Calligraphy of Quranicletiors)
7. ইলমে হাদিস (Tradition of the Holy Prophet)
8. ইলমে ওসুলে হাদিস (Principal of Allah's Messen ger tradition)
9. ইলমে আসনিদুল হাদিস (Documentry Proof of Tradition Citation of Authoritres)
10. ইলমে আসমাউর রেজাল (Cyclepedia of Narrator Tradition Branch of Knowledge)
11. ইলমে জারহ ও তাদিল (Critical Examination)
12. ইলমে তাখরিজুল আহাদিস (Reference to Tradition)
13. ইলমে লোগাতুল হাদিস (Colloquial Language of Traditions)
14. ইলমে ফিকাহ (Law & Jurisprudence)
15. ইলমে ওসুলে ফিকাহ (Islamic Jurisprudence)
16. ইলমে রাসমুল মুফতী (Legal Opinion Judicial Verdict)
17. ইলমে ফারায়েজ (Law of Inheritance and Distribution)

www.YaNabi.in

18. ইলমে কালাম (Scholastic Philosophy)
19. ইলমে আক্বায়েদ (Article of Faith)
20. ইলমে মা আনি (Rhetoric)
21. ইলমে বায়ান (Metaphor)
22. ইলমে বালাগাত (Figure of Speach)
23. ইলমে মাবাহিস (Dialectics)
24. ইলমে মোনাযারা (Polemic)
25. ইলমে ওরুজ (Science of Prosody)
26. ইলমে বার ও বাহার (Ilm-ul-Barr-war-Bahar)
27. ইলমে হেসাব (Mathemetic)
28. ইলমে রেয়াদি (Airthmetic)
29. ইলমে যায়জাত (Astronomical tables)
30. ইলমে তাকসির (Fractional Numeral Maths)
31. ইলমে হান্দাসা (Geometry)
32. ইলমে জাবর ওয়া মোকাবিলা (Algebra)
33. ইলমে সাতহ ও কোরাবী (Trigonometry)
34. ইলমে তাবাকী (Greek-Airthmetic)
35. ইলমে তাকবিম (Almanac)
36. ইলমে লোগারিথম (Logarithm)
37. ইলমে জাফর (Numerotogy)
38. ইলমে রসল (Geomancy)
39. ইলমে তওকীত (Reckoningtim)
40. ইলমে আওকাফ (Knowledge of walkbs)
41. ইলমে নুজম (Astrology)
42. ইলমে ফালকিয়াত (Study in form of Heavens)
43. ইলমে আরদিয়াত (Geology)
44. ইলমে সাহালিল আরদ (Geodesy Survery)

www.YaNabi.in

45. ইলমে জিগ্রফিয়া (Geography)
46. ইলমে তবিয়ত (Physics)
47. ইলমে মা' বাদা তবিয়ত (Metaphysics)
48. ইলমে কিমিয়া (Chemistry)
49. ইলমে মাদনিয়াত (Mineralogy)
50. ইলমে তীব ও হিকমত (Medical Science)
51. ইলমে আদবিয়াত (Pharmacology)
52. ইলমে নাবাতাত (Botany)
53. ইলমে সামারিয়াত (Statisties)
54. ইলমে ইকতেসাদ (Political Economy)
55. ইলমে মা'আশিয়াত (Economy)
56. ইলমে মালিয়াত (Finance)
57. ইলমে তিজারত (Trade Commerce)
58. ইলমে বানকারী (Banking)
59. ইলমে জেরায়াত (Agricultural Study)
60. ইলমে সওতিয়াত (Phonoetic)
61. ইলমে মাহলিয়াত (Ecology)
62. ইলমে সিয়াসিয়াত (Politics-Strategy)
63. ইলমে মওসুমীয়াত (Meterorology)
64. ইলমে আওজান (Weighing)
65. ইলমে শোহরিয়াত (Civics)
66. ইলমে আমালিয়াত (Practicalism)
67. ইলমে সিরাত নেগারী (Biography of Holy Prophet)
68. ইলমে নসর নেগারী (Composition)
69. ইলমে হাশিয়া নেগারী (Citation)
70. ইলমে তালিকাত (Scholia)
71. ইলমে তাশরিয়াত (Detailed Comments)
72. ইলমে তাহকিকাত (Research Study)

www.YaNabi.in

73. ইলমে তানকিহাত (Critiae Philosophy)
74. ইলমে রেগাত (Rejection)
75. ইলমে শায়েরী (Poetry)
76. ইলমে ফালসাফা (Philosophy)
77. ইলমে মানত্বিক (Logic)
78. ইলমে তারিখগোয়ী (Compose Achrohogram)
79. ইলমে আয়াম (History of the day)
80. ইলমে তাবির রাবিয়া (Interpretation of Dream)
81. ইলমে রসমুল খাত (Letter Writing)
82. ইলমে ইস্তেখারাত (Figuration)
83. ইলমে কেতাবাত (Oratory)
84. ইলমে মাকতুবাত (Writing Skill)
85. ইলমে মালফুযাত (Articulates)
86. ইলমে নাসাই (Homily)
87. ইলমে আওরাদ ও ওযায়েফ (Prayer and Supplication)
88. ইলমে নুকুশ ও তাবিযাত (Design & Tawiz)
89. ইলমে আদিয়ান (Comparative Religions)
90. ইলমে রদ্দে মিসকী (Refutation of the Music)
91. ইলমে ওমরানিয়াত (Sociology)
92. ইলমে মানক্বিব (Managib)
93. ইলমে হায়াতিয়াত (Biology)
94. ইলমে ফাযায়েল (Preference Study)
95. ইলমে আনসাব (Genealogy)
96. ইলমে জায়েযা (Horoscopes)
97. ইলমে সুলুফ (Communication)
98. ইলমে তাসাউফ (Mystagology)
99. ইলমে মাকাশিফাত (Spiritual Study)

www.YaNabi.in

100. ইলমে আখলাক (Ethics)
101. ইলমে তারিখ ও সিয়ার (History & Biography)
102. ইলমে সাহাফা (Journalism)
103. ইলমে হাউওয়ালিয়াত (Zoology)
104. ইলমে ফেএলিয়াত (Physiology)
105. ইলমে তাখলিকে কায়নাত (Cosmology)
106. ইলমে নাফসানিয়াত (Psychology)
107. ইলমে বাজিই (Science Pealing with Rhetorical)
108. ইলমে লেসানিয়াত (Linguistics)
109. ইলমে নুজম আরবী, ফার্সী ও হিন্দি (Arabic, Parsi & Hindi Composition)
110. ইলমে হাইয়া ক্বাদিম ও জাদিদ (Old & Modern Astronomy)
111. ইলমে আরদে ত্ববীয়ত (Geophysics)
112. ইলমে খলিয়াত (Cytology)
113. ইলমে কানুন (Law)
114. ইলমে আহকাম (References of Ordinances)
115. ইলমে কেফায়া (Physignomy)
116. ইলমে সালমতি হায়তিয়াত (Morecular Biology)

আলা হযরাতের বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন শিষ্যগণ ঃ

আলা হযরাতের অর্জিত ১১৬ প্রকার বিদ্যার পরিচয় একদিকে যেমন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, অনুরূপভাবে তাঁর কাছে জ্ঞান লাভকারী শিষ্যদের মাধ্যমেও স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা তাঁর শিষ্যত্বলাভ করার আশায় বেরেলী শহরে ছুটে আসত, পাকিস্থানের কানযুল ইমান গবেষক সংস্থার দ্বারা জানা গেছে, বিশ্বের প্রায় ৭৫টি অঞ্চলের ছাত্র আলা হযরাতের নিকট থেকে পাঠ্যলাভ করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ব্যাপক খ্যাতির সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচয় রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ

www.YaNabi.in

+ বিশিষ্ট ওলামাদের মধ্যে হলেন ঃ

- v মৌলানা ওসী আহমাদ সু'রতী (ওফাত ১৯১৬ খৃঃ)
- v মৌলানা হামিদ রেজা বেরেলবী (ওফাত ১৯৪৩ খৃঃ)
- v শাহ আবুল বারকাত সৈয়দ আহমাদ (ওফাত ১৪০০ হিঃ)

+ বিশিষ্ট ফকীহগণের মধ্যে হলেন ঃ

- v সদরুশ শরীয়া মৌলানা আমজাদ আলী আজমী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ) (লেখক বাহারে শরীয়ত)
- v ফকীহুল আসর মৌলানা সিরাজ আহমাদ কানপুরী (ওফাত ১৩৪২ হিঃ)
- v ফকীহে আযাম মৌলানা মোহাম্মদশরীফ
- v হযরাত মৌলানা দিদার আলীশাহ (আলওরী) (ওফাত ১৯৫৪ খৃঃ)

+ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীগুণীর মধ্যে হলেন ঃ

- v প্রফেসর সৈয়দ সুলায়মান আশরাফ ভাগলপুরী (ওফাত ১৩৫২ হিঃ)
- v মৌলানা আহমাদ আশরাফ কাছাওছাবী (ওফাত ১৩৮৩ হিঃ)
- v সদরুল আফাদ্বিল সৈয়দ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)

+ বিশিষ্ট মোবাল্লিগদের মধ্যে হলেন ঃ

- v মৌলানা আহমাদ মুখতার মিরাঠী (ওফাত ১৩৫৭ হিঃ)
- v আব্দুল আলীম সিদ্দিকী মিরাঠী (ওফাত ১৯৫৪ খৃঃ)
- v মৌলানা ফাতেহ আলী ক্বাদেরী (ওফাত ১৩৭৭ হিঃ)

+ বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে হলেন ঃ

- v মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ জাফরুদ্দিন বিহারী (ওফাত ১৩৮২ হিঃ)
- v মৌলানা ওমরুদ্দিন হাযারুবী (ওফাত ১৩৭৯ হিঃ)
- v মৌলানা মোহাম্মাদ শফীউর বিসলপুরী (ওফাত ১৩৩৮ হিঃ)

www.YaNabi.in

+ **বিশিষ্ট মোদাররেসদের মধ্যে হলেন ঃ**
  - v মৌলানা রহাব ইলাহী ম্যাঙ্গালরী (ওফাত ১৩৬২ হিঃ)
  - v মৌলানা রহিম বখশ আরবী (ওফাত ১৩৪৪ হিঃ)
+ **বিশিষ্ট রাজনৈতিকবিদদের মধ্যে হলেন ঃ**
  - v মোহাম্মাদ আবুল হাসমাত মোহাম্মদ ক্বাদেরী (ওফাত ১৩৮০ হিঃ)
  - v মুফতি এজাজ আলী খান রেজবী (ওফাত ১৩৪৩ হিঃ)
  - v মৌলানা ইয়ার মোহাম্মাদ বাদাউনবী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)
+ **বিশিষ্ট তাসাউফবিদদের মধ্যে হলেন ঃ**
  - v হুযুর মুফতী-এ-আজম মোস্তাফা রেজা খান (পঞ্চদশ- শতকের মহান মোজাদ্দিদ)। (ওফাত ১৯৮১ খৃঃ)
  - v মৌলানা শায়খুল ইসলাম যিয়াউদ্দিন ক্বাদেরী (ওফাত ১৯৮১ খৃঃ)
+ **বিশিষ্ট লেখক ও প্রকাশকদের মধ্যে হলেন ঃ**
  - v মৌলানা ইব্রাহীম রেজা জিলানী (ওফাত ১৩৮৫ হিঃ)
  - v মৌলানা মোহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ ক্বাদেরী
+ **বিশিষ্ট খাতীব ও মোনাজিরদের মধ্যে হলেন ঃ**
  - v মৌলানা সৈয়দ হেদায়াত রসুল রামপুরী (ওফাত ১৯১৫ খৃঃ)
  - v মৌলানা হাসমাত আলী লখনবী (ওফাত ১৩৮০ হিঃ)
  - v মৌলানা মাহবুব আলী লখনবী (ওফাত ১৩৮৫ হিঃ)
+ **বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে হলেন ঃ**
  - v মৌলানা হাসান রেজা খান (আলা হযরাতের ভ্রাতা) (ওফাত ১৩২৬ হিঃ)
  - v মৌলানা সৈয়দ আইউব আলী রেজবী (ওফাত ১৩৯০ হিঃ)
  - v মৌলানা ইমামুদ্দিন ক্বাদেরী (ওফাত ১৩৮১ হিঃ)
+ **বিশিষ্ট হাকিম ও চিকিৎসকদের মধ্যে হলেন ঃ**
  - v মৌলানা আব্দুল আহাদ পিলীভিতী (ওফাত ১৩৫২ হিঃ)
  - v মৌলানা সৈয়দ আব্দুর রশিদ আযিমাবাদী
  - v মৌলানা আযিম গওস বেরেলবী

www.YaNabi.in

+ বিশিষ্ট মোজাদ্দিদ হলেন ঃ

v মুফতী-এ-আজম হুযুর মোস্তাফা রেজা খান ক্বাদেরী (ইনি হলেন পঞ্চদশ শতকের মহান মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক) [এ সকল তথ্য 'ইমাম আহমদ রেজা অওর রদ্দে বেদআত ও মুনকিরাত' গ্রন্থ হতে সংগৃহীত]

গ্রন্থ রচনায় আলা হযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঃ

বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে আলা হযরাত যে অবদান রেখে গেছেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। জ্ঞান তাপস আলা হযরাত নিজ প্রতিভা দ্বারা যে সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, সেগুলি স্বীয় লেখনীর দ্বারা ও প্রমান রেখে গেছেন। শৈশব কাল থেকে শুরু করে জীবনের শেষাবধী কর্মজীবনে তিনি প্রায় চোদ্দশত অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিভিন্ন কর্মব্যাস্ততার মধ্যেও তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ব, দর্শন, তর্ক, ইলমে কালাম, আধ্যাতিকতত্ত্বসহ জ্ঞানের ১১৬টি শাখায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এই গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে ডঃ ইকবাল তাঁকে 'দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা' উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রফেসর ডঃ মোহাম্মাদ হাসান (শায়খুল আদাব, ইসলামিয়া ইউনিভার সিটি, ভাওয়ালপুর) মন্তব্য করেন "Mawlana was prolific writer. He wrote a large number of treaties. It is due to the fact that his head and heart had surging waves of knowledge which were hard to restrain." "মাওলানা আহমাদ রেজা ছিলেন একজন ফলপ্রসূ লেখক। তিনি বিশালাকারে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। এর কারণ হল তাঁর মস্তক ও হৃদয় ছিল প্রচাণ্ডাকারে জ্ঞান পিপাসূ যা সংযম করা ছিল দুঃসাধ্য।" বর্তমান পাওয়া তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন শাখায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাগুলি হল ঃ

1. তফসিরে কোরান বিষয়ক (Explanation of Quran):- 11টি গ্রন্থ।
2. ইলমে আক্বায়েদ বিষয়ক (Belief) :- 54টি গ্রন্থ।

www.YaNabi.in

3. হাদিস শাস্ত্র বিষয়ক (Hadith and Principles of Ahadith) :- 13টি গ্রন্থ।
4. ফেকাশাস্ত্র বিষয়ক (Fiqh, Principles of Fiqh, dictionary of Fiqh)
   ফারায়েজ ও তাজবিদ বিষয়ক (Faraa' idh and Tajweed) :- 214টি গ্রন্থ।
5. তাসাউফ, নিতীশাস্ত্র, ইতিহাস বিষয়ক (Tassawwuf, wazaifas, Moral) :- 19টি গ্রন্থ।
6. অন্যান্য বিজ্ঞান সংযুক্ত শাখা বিষয়ক (Reviews of Books) :- 40টি গ্রন্থ।
7. সাহিত্য, ব্যাকারন, অভিধান, ইতিহাস, পদ্য, ভ্রমন এবং অন্যান্য বিষয়ক (Literature, Arabic Grammer, Dictionaries, History, Poetry and Special Benefits, travelling) :- 55টি গ্রন্থ।
8. মনস্তাত্বিক বিদ্যা বিষয়ক (Inspired of Phsicology Knowledge) :- 11টি গ্রন্থ।
9. তর্কশাস্ত্র বিষয়ক (Logarithms)(Logics) :- 8টি গ্রন্থ।
10. এস্ট্রনোমি, এস্ট্রলোজি বিষয়ক (Astronomy, Astrology) (জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোর্তিবিজ্ঞান) :- 22টি গ্রন্থ।
11. গনিত ও জ্যামিতি বিষয়ক (Mathematics, Geometry) :- 32টি গ্রন্থ।
12. দর্শন, বিজ্ঞান ও তর্কবিদ্যা বিষয়ক (Philosophy, Sciences, Logistics) :- 7টি গ্রন্থ।
13. বীজগণিত বিষয়ক (Algebra) :- 4টি গ্রন্থ।

আলা হযরাতের কতিপয় গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা ঃ

আলা হযরাত স্বীয় অর্জিত জ্ঞানের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ১৩২৪ হিজরীতে মক্কা শরীফের বড় মুফতী খলিল মাক্কী রহমাতুল্লাহ

www.YaNabi.in

আলায়হের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত মুফতী আলা হযরাতের জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে তাঁকে 'এযাযত' বা 'অনুমতী নামা' প্রদান করেন। যার ফলে আলা হযরাতের অর্জিত বিদ্যা সমূহ সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাঁর লিখিত সকল গ্রন্থই জন সম্মুখে বিশেষ প্রশিদ্ধ লাভ করেছে। তাঁর লিখিত কয়েকটি বহুল প্রচারিত গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

w কানযুল ঈমান ঃ

আলা হযরাত লিখিত 'কানযুল ঈমান' ইসলাম জগতে বিশেষ সমাদৃত। বিশুদ্ধ উর্দু ভাষায় কোরান শরীফের অনুবাদ হল কানযুল ঈমান। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এই কানযুল ঈমানের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামি আক্বিদার দিকটি যেমন ভাবে এরমধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমন ভাবে বাতিল পন্থীদের দলীলাদির মাধ্যমে রদ করাও হয়েছে। এর মধ্যে খুব সহজ ও সরল উর্দু ভাষার আনয়ন করা হয়েছে। বিষয় ভিত্তিক আয়াত সমূহের একটি পৃথক তালিকা কানযুল ঈমানের সূচনায় সংযুক্ত হয়েছে, যার দ্বারা এটি সকল অনুবাদ হতে পৃথক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এর ফলে যে কোনও বিষয়ে অতি সহজে একাধিক আয়াতের সন্ধান করে নিতে পারা যায়। উল্লেখ্য কিছু সংখ্যক ভ্রষ্টাচারীর দ্বারা কিছুদিন 'কানযুল ঈমান'কে বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মিশরের আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের 'চান্সেলর'-এর সপক্ষে দৃষ্টান্তমূলক প্রমান তুলে ধরেন ফলে পুনরায় 'কানযুল ঈমান' বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। কানযুল ঈমানের বহু প্রচারের আর একটি দিক হল এর সঠিক অনুবাদ। নিম্নে শুধুমাত্র 'বিসমিল্লাহ'র তরজমা করে এর সঠিক স্বতন্ত্রতা মূল্যায়ন করা হল।

আলা হযরাত 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'-এর অনুবাদ করেছেন এরূপ ''আল্লাহ কে নাম সে শুরু যো বহুত মেহেরবান রহমাত ওয়ালা'' অর্থাৎ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়। উর্দু ব্যাকারন অনুযায়ী এর সঠিকতা হচ্ছে ঃ

www.YaNabi.in

○ সর্বপ্রথম আল্লাহ শব্দের আনায়ন।

○ এর মধ্যে কোন পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার হয়নি। (কারতা, কারতি প্রভৃতি) এরফলে পুরুষ বা স্ত্রী যে কেউ পড়তে পারেন, কোনও শব্দের সংযোজন বা বিয়োজন ঘটানোর প্রয়োজন হয় না।

○ এই তরজমাতে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহার করা হয়নি। (যেমন 'কারতা হু' 'কারতা থা' প্রভৃতি) এরফলে পাঠকারী যেমন যখন খুশি পাঠ করতে পারে, অনুরূপ এর শুদ্ধ বাচনভঙ্গী ও বজায় থাকে।

কানযুল ঈমানের এই সঠিকতা অন্যান্যদের তরজমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। অন্যান্যদের কৃত কয়েকটি তরজমা দেখান হল ঃ

ঃ বিসমিল্লা হিররহমা নিররহীম ঃ

- আরাম্ভ করিতেছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুনাময় অতি দয়ালু হন। (আশারাফ আলি থানবী - দেওবন্দী)
- আরাম্ভ আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দয়ালু অত্যন্ত করুনাময় হয়। (মাহমুদুল হাসান - দেওবন্দী)
- পরম করুনাময় অনন্ত দয়াময় আল্লাহর নামে আরম্ভ। (মোহাম্মদ তাহের - দেওবন্দী)
- দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (গিরিশচন্দ্র সেন)
- দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে। (মওদুদী - জামায়াতে ইসলামী)
- পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। (মুফতী মোহাম্মদ শফী, দেওবন্দ)
- অনন্ত করুনাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (মোবারক করীম জওহর - বাউল)
- সর্বপ্রদাতা করুনাময় আল্লাহর নামে। (আলী হাসান)
- পরম করুনাময় - দয়ালু আল্লাহর নামে আরাম্ভ করিতেছি। (মাজহার উদ্দিন আহমদ)

উল্লেখিত সকল অনুবাদের প্রথমে কোথাও আল্লাহর নাম নেই।

www.YaNabi.in

মধ্যখানে কিংবা শেষের দিকে রয়েছে। অথচ আল্লাহর নামেই শুরু করার কথা বলা হচ্ছে। সত্যই কি উল্লেখিত অনুবাদকরা তা করেছেন? একমাত্র আলা হযরাত হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সঠিক অনুবাদ করে মানুষকে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যা হল "আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়"।

ফতোয়া রেজবীয়া ঃ

ইসলামী শাস্ত্রের 'Encyclopedia' বা 'বিশ্বকোষ' নামে এটি পরিচিত। ১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত আলা হাযরাতের লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের ফতোয়ার সমষ্টি। এটি ১২টি ভলিউমে সমাপ্ত, ফেকাহার মাসায়েলে এমন কোনও শাখা নেই - যা ফাতোয়া রেজবীয়াতে বর্ণিত হয়নি। এক একটি মাসলার উত্তরে তিনি নির্ভরযোগ্য ফিকহা শাস্ত্রের অসংখ্য দলীল ও রেফারেন্স উল্লেখ করে প্রশ্নকৃত মাসলার উত্তর দিয়েছেন। যে কোনও দক্ষ আলেম ও মুফতী ফাতোয়া রেজবীয়া পাঠ করলে দলীলের সমাহার দেখে তাঁকে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অতি সূক্ষ্ম ও চুলচেরা বিশ্লেষন সহকারে প্রতিটি মাসলার উত্তর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে এই 'Encyclopedia' বা বিশ্বকোষের আরবী ও ইংরাজীতে অনুবাদ শুরু হয়ে গেছে যা খুব শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। ফতোয়ায়ে রেজবীয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বোম্বাই হাইকোর্টের পারসিক জজ প্রফেসর ডি. এফ. মোল্লা বলেছেন "ফিকাহ শাস্ত্রে দুটি অতুলনীয় কিতাব লিখিত হয়েছে যা হল ফাতওয়ায়ে আলমগিরী ও ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া"।

আদ্‌দৌলাতুল মাক্কিয়া বিল মা'দ্দাতিল গায়বিয়া ঃ

আলা হযরাতের বহু প্রচারিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এটি হল একটি। এই গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত। মক্কা শরীফের অবস্থানরত অবস্থায় মাত্র আট ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আলা হযরাত এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

www.YaNabi.in

এই গ্রন্থটি রচনা করার পেক্ষাপট হল—ভারতবর্ষের ওহাবী সম্প্রদায় ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে মক্কার গভর্ণরের কাছে আলা হযরাতের ব্যাপারে অহেতুক নালিশ জানায়। মক্কার গভর্ণর আলা হযরাতের নিকট তাঁর দাবীর সপক্ষে দলীল চেয়ে বসেন। এমতাবস্থায় আলা হযরাত কোনও পুস্তক ব্যাতিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'অদৃশ্য জ্ঞান' বিষয়ক দাবীর সপক্ষে দেড়শত পৃষ্ঠার এই পুস্তক রচনা করেন। এর মধ্যে প্রদত্ত দলীলাদীর সত্যতা যাঁচাই করতে গিয়ে মক্কার গভর্ণর হতবাক হয়ে যান। আলা হযরাত প্রদত্ত পৃষ্ঠা নম্বর, লাইন নম্বর হুবহু আরবের লাইব্রেরীর গচ্ছিত গ্রন্থের সহিত মিলে যায় এবং আরব গভর্ণর আলা হযরাতকে 'একজন মহাপণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত করেন। উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে হারামাঈন শরীফাঈনের বহু আলেম ও মুফতীগণ আলা হযরাতের হাতে বাইয়াত গ্রহন করেন। উল্লেখ্য আমি এই পুস্তকটি মিশরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে, 'আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ে', পাঠরত অবস্থায় লক্ষ্য করেছি।

w হাদায়েকে বখশিশ ঃ

'হাদায়েকে বখশিশ'কে উর্দু কাব্য সাহিত্যের 'স্বর্ণ সম্পদ' বললেও কম বলা হবে। আলা হযরাত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন গুনাবলী ও তাঁর মহৎ চরিত্রেরও স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর প্রশংসা গীতির মধ্যে সরল বর্ণনাভঙ্গী, সুন্দর রচনাশৈলী, পরিচ্ছন্ন ও মনোগ্রাহী শিল্পকলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের কোনও উর্দু কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। আলা হযরাতের প্রশংসা গীতির চয়ন ও ছন্দের মিল অতীব প্রশংসনীয়। আলা হযরতে বিভিন্ন প্রশংসা গীতির মধ্যে একটি হল ঃ

+ "সাবসে আউলা ও আলা হামারা নবী
সাবসে বালা ও আলা, হামারা নবী।"

অর্থ ঃ সবার সেরা, রবের পেয়ারা, তিনিই মোদের প্রিয় নবী,

www.YaNabi.in

ভালোর চেয়ে ভালো, সেরাদের সেরা, হলেন মোদের প্রিয় নবী।

+ "আপনে মাওলাকা পেয়ারা, হামারা নবী,
দোনা আলামকা দুলহা, হামারা নবী।"

অর্থ ঃ আপন রবের প্রিয়ভাজন, মোদের প্রিয় নবী,
দুই ভুবনের অতিথি, সে মোদের প্রিয় নবী।

+ "বাজমে আখের কা শামা, ফেরুজা হুয়া,
নুরে আয়উয়াল কা জালওয়া হামরা নবী।"

অর্থ ঃ সবার শেষে ধরার মাঝে, জ্বললো তাঁর নূরের বাতি।
সবার আগে যে নুর সৃষ্টি, নবীজী তার প্রতিচ্ছবি।

+ "জিসকে শায়া হ্যায়, আরশে খোদা পার জুলুস,
হ্যায় উয়হ সুলতানে, ওয়ালা হামারা নবী।"

অর্থ ঃ খোদার আরশ জুড়ে, যাঁর ছায়া বিদ্যমান।
তেমনি এক মহান রাজন, হলেন মোদের প্রিয় নবী।

+ "বুঝগেয়ী জিসকে আগে সবহি মাশয়েলে,
শামা উয়হ লেকর আয়া, হামারা নবী।"

অর্থ ঃ আগমনে যাঁর নিষ্প্রভ, সব দীপ শিখার বাতি,
এমনই এক নুরের বাতি নিয়ে এলেন মোদের প্রিয় নবী।

+ "জিনকা তলউকা দো বুন্দ হ্যায় আবে হায়াত,
হ্যায় উয়হ জানে মাসীহা, হামারা নবী।"

অর্থ ঃ যাঁর দুহাতের তালুর মাঝে, আবে হায়াত রয়েছে লুকিয়ে
তেমনই এক প্রাণ সঞ্চারী প্রস্রবণ, হলেন মোদের প্রিয় নবী।

+ "আরশে কুরসি কি থি, আয়না বন দিয়া,
সোয়ে হক্ক যব, সুধারা হামারা নবী।"

অর্থ ঃ আরশ কুরসির প্রতিচ্ছবি, মোদের নুর নবী,
সভ্য যখন লুক্কায়িত, উদ্ধরিলেন মোদের নবী।

+ "খলক সে আওলিয়া, আওলিয়া সে রাসুল,

www.YaNabi.in

আউর রাসুলুঁ সে আলা হামারা নবী।”

অর্থ ঃ সৃষ্টি থেকে আওলিয়া, আওলিয়া থেকে রসুল বড়,
আর রাসুলদের মাঝে সেরা, হলেন মোদের প্রিয় নবী।

\+ “আসমান হি পর সব নবী রাহ গেয়ে,
আরশ আযাম পে পৌঁহচা হামারা নবী।”

অর্থ ঃ সকল নবী রয়ে গেলেন, আকাশেরই কোলে,
আরশে আযামে পৌঁছালেন মোদের প্রিয় নবী।

\+ “হুসন খাতা হ্যায় জিসকে, নিমক কি কসম,
হ্যায় উয়হ মলিহে দিলারা হামারা নবী।”

অর্থ ঃ সৌন্দর্য সুধা করে কসম, সে মহান প্রতি পালকের,
সে প্রেমাস্পদ, মনের মানুষ, হলেন মোদের প্রিয় নবী।

\+ “জিকরে সব ফিকে যবতক না-মজকুর হো,
নমকিন হুসনে ওয়ালা, হামারা নবী।”

অর্থ ঃ সবার কথা ব্যর্থ জানি, যদি না নাও তাঁর নামখানি,
মাধুর্য্যমণ্ডিত সৌন্দর্যে ভরা, তিনিই মোদের প্রিয় নবী।

\+ “জিসকে দো বোন্দ হ্যায় কাওসার ও সাল সাবিল,
হ্যায় উহ রহমতকা দরিয়া হামারা নবী।”

অর্থ ঃ যার দুটি দয়ার ফোটা, কওসার ও সাল সাবিল,
সে রহমতের মহাসাগর, তিনিই মোদের প্রিয় নবী।

\+ “যেয়ছে সবকা খোদা এক হ্যায় ওয়সে হি,
ইনকা উনকা, তোমহারা, হামারা নবী।”

অর্থ ঃ মহান রব, আল্লাহ মোদের, সবার তরে এক যেমনি,
তেমনি তার, তোমার সর্বজনার মোদের প্রিয় নবী।

\+ “করনো বদলি রসুলোকি হোতি রহি,
চাঁদ বাদলিকা নিকলা, হামারা নবী।”

অর্থ ঃ একের পর এক, রাসুলগণের আসা যাওয়া ধরণী পরে,

www.YaNabi.in

পূর্ণিমার চাঁদ, দীপ্তি ছড়ান সেইতো মোদের প্রিয় নবী।

\+ ‘‘কওন দেতা হ্যায় দেনে কো মুহ চাহিয়ে,
দেনে ওয়ালা হ্যায় সাচ্চা হামারা নবী।’’

অর্থ ঃ কে আছে এমন দাতা, পাবে তুমি, যা চাহ তা,
সত্যিকারের দাতা সে যে, আমাদেরই প্রিয় নবী।

\+ ‘‘কিয়া খবর কিতনে তারে খিলে ছুপ গেয়ে,
পর না ডুবে, না ডুবা হামারা নবী।’’

অর্থ ঃ আকাশের কত তারা, ডুবলো যে তার হিসাব কোথা?
নক্ষত্র সে হল এক, ডুবে না মোদের প্রিয় নবী।

\+ ‘‘মুলকে কওনাইন মে আম্বিয়া তাজদারে,
তাজদারো কা আকা হামারা নবী।’’

অর্থ ঃ সুবিশাল এ জগত মাঝে, নবীগণই মুকুটধারী,
মুকুটধারী সর্বজনার শিরোমণী মোদের প্রিয় নবী।

\+ ‘‘লা মাকা তাক উজালা হ্যায় জিসকে উয়হ হ্যায়,
হার মঁকা কা উজালা হামারা নবী।’’

অর্থ ঃ লা মাকানে রশ্মি ছড়ায়, সে মোদেরই নুর নবীজী,
সর্বস্থানে, সবার হৃদয়ে দ্যুতি ছড়ান মোদের প্রিয় নবী।

\+ ‘‘সারে আচ্ছো মে আচ্ছা, সমজিয়ো জিসে,
হ্যায় উস আচ্ছো সে আচ্ছা হামারা নবী।’’

অর্থ ঃ ভালোর চেয়ে যতই ভাল হোন না যে কেউ,
জগতের সব ভালোর মাঝে অনন্য মোদের প্রিয় নবী।

\+ ‘‘সারে উচুঁমে উচাঁ, সমজিয়ে জিসে,
হ্যায় উস উঁচো সে উচাঁ হামারা নবী।’’

অর্থ ঃ জগতের সব উচুঁর মাঝে, রয়েছে যে এ ধরায়,
সেই উচুঁর চেয়েও উচুঁ হলেন মোর প্রিয় নবী।

\+ ‘‘গমজদোঁকো রেজা মুশদা দি’জে কেহ হ্যায়,

www.YaNabi.in

বে কসুকা সাহারা হামারা নবী।”

অর্থ ঃ বিপদাপন্ন আর দুঃখীজনে, সঞ্চারিলে স্বস্তিবাণী,
সাথি হারা নিরাশ্রয়ের সাথী সে যে মোদের প্রিয় নবী।

w হুসসামুল হারামাইন ঃ

নামধারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আলা হযরাতের আর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি হল ‘হুসসামুল হারামাঈন’। এই গ্রন্থখানা তিনি সর্বপ্রথম “আল মো’ তামাদ ওয়াল মোস্তানাদ” নামে আরবীতে রচনা করেন। এতে ভারতবর্ষের ৫ জন আকাবিরীনে দেওবন্দ ওলামার কেতাব সমূহের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ্য করে নিম্নে এগুলির আরবী অনুবাদ করে ১৩২৪ হিজরীতে মক্কা মোয়াজ্জমা ও মাদিনা মোনাওয়ারার ৩৩ জন মুফতীর খেদমতে পেশ করে তাদের মতামত চান। উক্ত ৫ জন দেওবন্দী ওলামাদের গ্রন্থসমূহে মন্তব্য ছিল এরূপ ঃ (১) আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, (২) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গেছেন, (৩) নবীজীর জ্ঞানের চেয়ে শয়তানের জ্ঞান বেশী ছিল, (৪) নবীজীর ইলমে গায়েবের মত এমন ইলমে গায়েব চতুষ্পদ জন্তুরও আছে, (৫) মুর্খরা বলে থাকে খাতামান্নাবীইন-এর অর্থ শেষ নবী। তাঁর পরে এক হাজার নবীর আগমন হলেও খাতামান্নাবীইন বা মূল নবী হওয়ার ব্যাপারে কোনও প্রভাব পড়বে না।

হারামাঈন শরীফাঈনের ৩৩ জন মুফতী উক্ত ইবারত সমূহ পর্যালোচনা করে ঐ সকল লেখকদেরকে সরাসরি কাফের ঘোষনা করেন। তাদের উক্ত ফতোয়ার নাম হয় “হুসসামুল হারামাঈন” বা মক্কা মদিনার তীক্ষ্ণ তরবারী।

w আল কাওকাবাতুশ শিহাবীয়া ফি রদ্দে অবিল ওয়াহবিয়া ঃ

আলা হযরাত এই কেতাবটি, ইসমাইল দেহলভীর রচিত ৭০টি কুফর বা বাতিল আক্বিদাসম্পন্ন কেতাব ‘তাকবীয়াতুল ঈমান’-এর খণ্ডনে লিখেছেন। সংক্ষেপে ওহাবী আক্বীদা সম্পর্কে জানতে হলে আলা হযরাতের উক্ত কেতাবটি পাঠ করা উচিত।

www.YaNabi.in

আলা হযরাত প্রণীত গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। তাঁর অন্যান্য কেতাবগুলির মধ্যে আহকামে শরীয়ত, ফতোয়ায়ে আফ্রিকা, হেদায়াতুল গবী ফি ইসলামে আবাওয়াইনে নবী, মাদারেজে তাবাকাতুল হাদিস ইত্যাদি গ্রন্থ খুবই প্রশিদ্ধ ও পৃথিবীময় প্রচলিত।

চর্তুদশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ঃ

মোজাদ্দেদ বা ইসলাম সংস্কারক সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে "ইন্নাল্লাহা তায়ালা ইয়াবআসু লে হাযিহীল উম্মাহ আলা রাসে কুল্লি সানাতিন মাই ইয়াজাদদেদু লাহা দি নাহা"। (আবু দাউদ শরীফ ২য় খণ্ড ২৪১পৃঃ)

আল্লাহু তয়ালা অবশ্যই প্রত্যেক শতাব্দীর শেষভাগে এই উন্মতদের জন্য একজন মোজাদ্দিদ প্রেরণ করেন।

w মোজাদ্দেদ হওয়ার জন্য যা যা জরুরী ঃ

r এক শতাব্দীর শেষ ও পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের ব্যাপক প্রকাশ হওয়া।

r মাশায়েখ ও ওলামা কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং তাদের ইমাম রূপে অ্যাখায়িত হওয়া।

r কোরান, হাদিস, তফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত হওয়া।

r শরীয়াতে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জবরদস্তভাবে অটল থাকা।

r প্রতিটি ক্রিয়া একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্য হওয়া এবং দ্বীনের স্বার্থে হওয়া।

r নিজ স্বার্থের জন্য কারও নিকট হস্ত প্রসারিত না করা।

একজন মোজাদ্দিদ হওয়ার জন্য তাঁর এলেমের প্রাধান্য বিস্তার, এক শতাব্দীর শেষ ও পরবর্তী শতাব্দীর প্রথমভাগে সংস্কার কার্যক্রম প্রকাশ এবং এর প্রতি জনগণের স্বীকৃতি ইত্যাদি সকল আলা হযরাতের মধ্যে বিদ্যমান ছিল বলে সে যুগের আরব ও আযমের

www.YaNabi.in

বিশিষ্ট ওলামা সম্প্রদায় ও মাশায়েখীনে ইযাম তাঁর মোজাদ্দেদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য আলা হযরাত ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে (১২৮৬ হিঃ) তাঁর জনহিতকর সংস্কারমূলক কাজ শুরু করেন এবং চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে তাঁর এই কাজ জনসম্মুখে ব্যাপক প্রকাশ পায়।

আলা হযরাতের সংস্কার কার্যক্রমের প্রধান দিক ছিল আকায়েদ সংশোধন। ওহাবী, খারেজী ও নাজদী সম্প্রদায় আরব আযমসহ সর্বত্র বাতিল আক্বিদা সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। তৎকালে তারা ইংরাজদের মাদাদে নিত্যনতুন বাতিল আক্বিদার কেতাব রচনা করে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা ও ফাসাদের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আলা হযরাত 'মোজাদ্দেদ' রূপে প্রেরিত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে ইসলাম সমাজকে বাতিলদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

উপসংহার ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের ঘোর দুর্দিনে যিনি কলম তরবারির মাধ্যমে বাতিলপন্থীদের মোকাবিলা করে তাদের কচু কাটা করে সরল ও ধর্ম প্রান মুসলমানদের রক্ষা করেন; শিরক বেদয়াত ফতোয়াবাজীর দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করে ইসলামী আকায়েদকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন—তিনিই হলেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মোজাদ্দেদ ও ইমামে আহলে সুন্নাত হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমাতুল্লাহ আলায়। তিনি আমাদের ঈমান ও আকায়েদ রক্ষাকারী (বাতিল আক্বিদা হতে মুক্তিদাতা) কিন্তু আজ আমরা তাঁর সম্পর্কে বহু দূরে আছি। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী কলম যুদ্ধ চালিয়ে বাতিলদের মারাত্মক আঘাত হেনে এবং দ্বীন ও সুন্নীয়াতের মশাল জ্বালিয়ে আলা হযরাত ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বছর বয়সে মাওলায়ে হাক্বিকী ও মাহবুবে ইলাহীর প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে গমন করেন। প্রতি বছর বেরেলী শরীফে তাঁর ওফাত দিবসে অগণিত ভক্তগণের উপস্থিতিতে উরসে আলা হযরাত পালিত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই মহামানব সম্পর্কে সঠিক ভাবে জানার এবং তাঁর ফায়েজ পাবার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

www.YaNabi.in

রেজবী মুনাজাত

লেখক ঃ ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা ওরাদিয়াল্লাহু আনহু

ইয়া ইলাহী হার জাগাহ্ তেরী আতা কা সাথ হো।
জাব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কোশা কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী ভুল জা-ওঁ নাযা কী তাকলীফ কো,
শাদী-ই দীদারে হুসনে মোস্তাফা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী গোরে তীরাহ কী জাব আয়ে সখত রাত,
উনকে পেয়ারে মূঁহ কী সোবহে জা ফাযা কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী জাব পড়ে মাহশার মে শোরে দারোগীর,
আমান দেনে ওয়ালে পেয়ারে পেশ ওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী সারদ মুহরী পর হো জব খুরশীদে হাশর,
সাইয়েৎদে বে-সায়াহ কে যিল লে লেওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী গরমীয়ে মহশার সে জব ভড়কে বদন,
দামানে মাহবুব কী ঠাণ্ডা হাওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী নামা-ই আ'মাল জাব খুলনে লাগে
আয়েব পোশে খালক্ব সাত্তারে খাতা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব বহে আঁখে হেসাবে জুরম মে,
উন তাবাস সুম রায়থ হোঁটো কী দোআ কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জব হেসাবে খান্দায়ে বায়জা রোলায়ে
চাশম গিরিয়ানে শফী-ই মুরতাজা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী রঙ্গলায়ে জব মেরী বে বাকিয়া
উনকি নীচি নযরো কী হায়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জব চলোঁ তারিক রাহে পুল সিরাত
আ-ফতাবে হাশেমী নূরুল হুদা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জব শারে সামশীর পর চালনা পড়ে
'রব্বি সাল্লিম' কাহনে ওয়ালে গমযুদা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জো দু'আয়ে নেক মাঁই তুঝ সে করো
কুদসিয়োকে লবপে আমীন রব্বানা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব রেযা খাবে গেঁরা সে সার উঠায়ে
দাওলাতে বে দার ইশকে মোস্তাফা কা সাথ হো।

www.YaNabi.in

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাতিমুল মুহাদ্দীছিন
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ
৪.জা'লে ঈমান তরজমা
৫.সাওতুল হক্ব
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
৭.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮.মিলাদুন্নবী
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আহ্বিদায়ে আহলে সুন্নাত
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত)
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা
১৪. নুরী নামায শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান:–

১.মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্তীয়া।(বর্ধমান)
ফোন:–৭৫৪৭৯৮-৪১৮-০, ৮-৩৫০০১৪৪৬১
২.মুফতী বুক হাউস –৯৭৩৩৬৩০৯৪১(মুর্শিদাবাদ)
৩.রেজবী অ্যাকাডেমী– ৯৭৩৪৩৭৩৩৫৮-(কোলকাতা)
৪.নুরী বুক ডিপো – ৯৭৩২৫১৭০৪৭(রঘুনাথ গঞ্জ)
৫.মুসলিম বুক ডিপো–৯৭৩৩২৮৮-৯০৩(কালিয়াচক)
৬.গাওসিয়া লাইব্রেরী–(কোলকাতা)
৭.রেজা লাইব্রেরী –৯৯৩২৩৭১৮-৭৯ (নলহাটি)

মাদ্রাসা গওসীয়া রেজবীয়া

রহমত বেহেশ্তীয়া

(দক্ষিণ বঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র)বর্ধমান,পশ্চিম বঙ্গ

এই প্রতিষ্ঠান আপনার অতএব সকল প্রকার দান,খয়রাত, জাকাত প্রভৃতি দ্বারা এর উন্নতি কল্পে সহযোগীতা করুন।

বিনীত

মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী

যোগাযোগ -৯৭৩২০৩০০৩১

www.YaNabi.in